এইভাবে হরিবোলা হইল গোলোক।
হরি হরি বল সাধু কহিছে তারক।।

বদন ঠাকুরের উপাখ্যান

গোলোক পাগল হ'ল ঠাকুরের ভক্ত।
ভক্তিভাবে আত্মহারা সদাই উন্মত্ত।।
গাঢ় অনুরাগ অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার।
নাহি মানে বেদবিধি বীর অবতার।।
বীরত্বেতে যেন তুল্য বীর হনুমান।
বীর রসে শ্রীঅদ্বৈত শক্তি অধিষ্ঠান।।
উন্মত্ত স্বভাব সদা নাহি ছুটে কভু।
শয়নে স্বপনে ভাবে হরিচাঁদ বিভু।।
অনুক্ষণ আসে প্রভু গোলোকের ঠাঁই।
ক্রমে প্রেমে ভাবাবিষ্ট বদন গোঁসাই।।
গোলোকের খুল্লতাত ঠাকুর বদন।
সেই যে বদন হরেকৃষ্ণের নন্দন।।
হইল অসাধ্য ব্যাধি উদরে বেদনা।
অহরহ বেদনায় বিষম যাতনা।।
আয়ুর্ব্বেদ নিদান মতের চিকিৎসক।
খন্ডজ্ঞানী মুষ্টিযোগ সুমন্ত্র পারক।।
অনেকে দেখিল রোগ আরোগ্য না হয়।
অবশেষে দেখিলেন এক মহাশয়।।
তিনি এসে বলিলেন বেদনা সারিব।
উদরেতে ফোঁটা দিয়া ঘা বানা'য়ে দিব।।
গাছড়ার রস দ্বারা দিল ষোল ফোঁটা।
চর্ম্মে ঠোসা পড়ে শেষে গা হ'ল ষোলটা।।
মাসেক পর্যন্ত সেই করে মুষ্টিযোগ।
নিদারুণ জ্বালা হ'ল নাহি সারে রোগ।।
একে তো ঘায়ের জ্বালা ব্যথা পুরাতন।
উভয় ব্যথার জ্বালা নহে নিবারণ।।
ক্রমে বৃদ্ধি বেদনাতে অস্থি-চর্ম্মসার।
অদ্য কিম্বা কল্য মৃত্যু এরূপ আকার।।
কেহ বলে চিকিৎসায় নাহি প্রয়োজন।
কেহ বলে বৈদ্যনাথ প্রতি দেহ মন।।
কেহ বলে আর কিছু নাহি হরিবল।
কেহ বলে বাঁচ যদি ওড়াকান্দী চল"
জগত-জীবন তিনি জগতের কর্ত্তা।
মরিলে বাঁচাতে পারে সবে কহে বার্তা।।
আত্মস্বার্থ সমর্পণ করহ তাঁহায়।
চল যাই ওড়াকান্দী ঠাকুর কি কয়'।।
শুনিয়া বদন বড় হরষিত হ'ল।
বলে সবে 'মোরে ল'য়ে ওড়াকান্দী চল।।
দশরথ বলে 'আমি লইয়া যাইব।
ব্যাধিমুক্ত হ'লে মোরা তাঁর দাস হ'ব।।'
শয্যাগত মৃত্যুবৎ ওষ্ঠাগত প্রাণ।
ক্ষণে ক্ষণে অচেতন ক্ষণেক অজ্ঞান।।
উত্থান শকতি নাই থাকেন শয্যায়।
তরী সাজাইয়া চলে দুই মহাশয়।।
দুইজনে তরী বাহে ত্বরান্বিত হ'য়ে।
বদন রহিল সেই নৌকা'পরে শুয়ে।।
দুইজন তরী বাহে হরিগুণ গায়।
অশ্রুজলে বদনের বক্ষ ভেসে যায়।।
মনে ভাবে যদি কিছু সময় পেতাম।
মনোসাধ মিটায়ে নি'তাম হরিনাম।।
ভাবিতে ভাবিতে কিছু উপশম পায়।
সকাতরে ধীরে ধীরে হরিনাম লয়।।
ঠাকুরের ঘাটে নৌকা লাগিল যখন।
প্রভু করিলেন অন্তঃপুরে পলায়ন।।
বাহির বাটিতে এসে পড়িল বদন।
ধরায় শয়ন করি ক'রেছে রোদন।।
বদন রোদন করে হইয়া পতন।
'দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ শ্রীমধুসূদন।।'